দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 APR 2009 ...
পৃঃ ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

কওমী মাদ্রাসা বোর্ডসমূহের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

কওমী সনদের স্বীকৃতি প্রদানে সরকার কমিশন গঠন করবে

—প্রধানমন্ত্রী

সরকারী মাদ্রাসাগুলোতে জামায়াত-শিবিরের কর্মী তৈরী করা হচ্ছে : সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ দমনে সহায়তার আশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন থেকে কওমী মাদ্রাসায় পুলিশ তল্লাশি করবে না। তিনি থানা, জেলা পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে কওমী মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি পর্যায়ক্রমে কার্যকর করতে একটি কমিশন গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কমিশনে নাম দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সমস্যা নিরসনে ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা কামনা করে এক্ষেত্রে প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গতকাল

৭ঃ ১৫ কঃ ৪

কওমী সনদের স্বীকৃতি প্রদানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(শনিবার) বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন যমুনায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ও সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডসমূহের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী মনযোগ সহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন এবং তার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। মতবিনিময় সভায় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ৫টি দাবী উত্থাপন করা হয়। দাবীসমূহ হচ্ছে : কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে আইনমন্ত্রীর অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার, কওমী মাদরাসা শিক্ষার উপর হতে জঙ্গীবাদের অপবাদ ও মিথ্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি, কওমী মাদরাসার উপর পুলিশের নজরদারি ও হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করা, মাদরাসা শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাধারার অবদান অব্যাহত রাখার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদান।

সভায় কওমী মাদ্রাসার পক্ষ থেকে একটি লিখিত বক্তব্যে কওমী মাদ্রাসার বিভিন্ন দাবী তুলে ধরা হয়। দেশের প্রায় ৬০-এর অধিক নেতৃস্থানীয় আলেম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

অধিকাংশ বক্তা সরকারী মাদ্রাসাগুলোতে জামায়াত-শিবিরের কর্মী তৈরী করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী মওদুদী দর্শন ইসলামের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ৮ পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র প্রচার করছে। তারা বলেন, গ্রীন ক্রিসেন্ট কোন মাদ্রাসা নয়, এটি জামায়াত শিবিরের একটি এনজিও। তারা বিগত বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বিগত জোট সরকার ইসলামের কল্যাণে কোন কাজ তো করেইনি, বরং প্রতারণা করেছে। তাদের প্রতারণার জবাব দেশের আলেম-ওলামাসমাজ নির্বাচনের মাধ্যমে দিয়েছে। তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীদের আইনের হাতে সোপর্দ করতে সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা ২০ এপ্রিলের ঢাকায় আহুত সমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় সভায় প্রবীণ আলেম শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক সহ উপস্থিত ছিলেন- আল্লামা আহমদ শফী, মহাপরিচালক হাটহাজারী মাদ্রাসা চট্টগ্রাম ও সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান মহাপরিচালক বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা ও চেয়ারম্যান সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ, মাওলানা আশরাফ আলী সিনিয়র সহসভাপতি বেফাক, মাওলানা আনোয়ার শাহ মুহতামিম জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, মাওলানা সুলতান যওক নদভী প্রিন্সিপাল দারুল মাআরিফ চট্টগ্রাম ও সহ সভাপতি ইত্তেহাদুল মাদারিস চট্টগ্রাম, আল্লামা জমীরুদ্দীন মুহতামিম নানুপুর মাদ্রাসা চট্টগ্রাম, মাওলানা আব্দুল জব্বার মহাসচিব বেফাক, মাওলানা হুসাইন আহমদ বারকুটি মুহতামিম বারকুট মাদ্রাসা সিলেট ও চেয়ারম্যান আযাদ দ্বীনি এদারা সিলেট, মাওলানা মাহমুদুল আলম প্রিন্সিপাল জামিয়া নেজামিয়া সিরাজগঞ্জ ও ভাইস চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী, পটিয়া মাদ্রাসা, মাওলানা হাবীবুর রহমান প্রিন্সিপাল কাজিরবাজার মাদ্রাসা সিলেট, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মুহতামিম ফরীদাবাদ মাদ্রাসা, মাওলানা আব্দুল বাসেত শায়খুল হাদীস দরগাহ মাদ্রাসা সিলেট, মাওলানা শামছুল হক মুহতামিম বড়ুণি মাদ্রাসা ও মহাসচিব কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গওহরডাঙ্গা, মাওলানা ফজলুল্লাহ মুহতামিম মাদানী নগর মাদ্রাসা, মাওলানা আতীকুল্লাহ প্রিন্সিপাল জামিয়া এমদাদিয়া মাইজদি নোয়াখালী ও মহাসচিব কওমী মাদ্রাসা বোর্ড নোয়াখালী, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, প্রিন্সিপাল বারিধারা মাদ্রাসা, মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসউদ পরিচালক ইকরা বাংলাদেশ,

মাওলানা আব্দুস সবুর মুহাদ্দিছ বগুড়া জমীল মাদ্রাসা, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম প্রিন্সিপাল দারুসসালাম মাদ্রাসা মীরপুর, মাওলানা হাফিজুর রহমান- খুলনা দারুল উলুম, মাওলানা কামরুজ্জামান কবীর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, মাওলানা আব্দুল মালেক হালীম-হাইলধর মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম, মাওলানা সদীকুদ্দীন কাসেমী জামিয়া ইসলামিয়া রাজশাহী, মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী মাখজানুল উলুম ময়মনসিংহ, মুফতী হাবীবুর রহমান জামিয়া আশরাফিয়া ফেনী, মাওলানা আনোয়ারুল করীম যশোর রেলস্টেশন মাদ্রাসা, মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ, মালিবাগ মাদ্রাসা মাওলানা মাহফুজুল হক রহমানিয়া মাদ্রাসা, মাওলানা মুস্তফা আযাদ আরজাবাদ মাদ্রাসা মীরপুর, মাওলানা শহীদুল ইসলাম চেয়ারম্যান আলমারকাযুল ইসলামী মাওলানা আকরাম আলী ফরীদপুর বাইতুলিয়া মাদ্রাসা, মাওলানা আব্দুল্লাহ খুলনা খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, মাওলানা নিজামুদ্দীন কওমী মাদ্রাসা গোপালগঞ্জ, মুফতী ওয়াহিদ ভবানিপুর মাদ্রাসা গোপালগঞ্জসহ ৬৮ সদস্যের ওলামায়েকেরাম। এছাড়াও মতবিনিময় কালে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিকী, প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ ও শেখ মোঃ আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক মহান ইসলামের নাম ব্যবহার করে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করায় আমাদের পবিত্র ধর্মের বদনাম হচ্ছে।

তিনি এ জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসীদের অনুসন্ধান এবং তাদের উৎস খুঁজে বের করতে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নিতে পারে, সে ব্যাপারে আলেম সমাজের পরামর্শ চান। শেখ হাসিনা বলেন, ইসলাম কখনই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। আত্মহননের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আত্মহত্যা করলে তার কোন দিনই বেহেশতে স্থান হবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করে ইসলামের বদনাম করছে, যদি আমরা তাদের দমন করতে পারি তাহলে সারাবিশ্বই আমাদের পথ অনুসরণ করবে। এর ফলে রক্ষা পাবে আমাদের ইসলামী উম্মাহ। দেশে শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তার বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসার উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, সে সময়ে তিনি ৪ হাজার কওমি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন।

কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস প্রণয়নের জন্য মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার কথা বলেন। তিনি কমিশনে নাম দেয়ার জন্য প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কমিশন ঠিক করে দেবে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস কি হবে। তাদের ঠিক করে দেয়া সিলেবাস জাতীয় শিক্ষা কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, "ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের জীবন-জীবিকা অর্জনের শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে চাই।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনা গত নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র এবং দেশের আলেম-উলামাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন ভুল-ভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা তা সমাধান করতে পারি। কিন্তু এ নিয়ে যাতে বিশেষ মহল অপপ্রচারের সুযোগ না নিতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী থানা ও জেলা পর্যায়ের আইন-শৃংখলা কমিটিতে কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসা নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন গতকাল তা পুনর্ব্যক্ত করেন।